বিষয়বস্তুঃ অতি সহজে অধিক নেকী অর্জন

রজব মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(২১ রজব ১৪৪৫ হিজরী, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৩১

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

মুহ্তারম ঈমানদার ভাই সকল ! আজ ১৪৪৫ হিজরীর রজব মাসের ২১ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা আলোচনা করব, 'অতি সহজে অধিক নেকী অর্জনের উপায়' সম্পর্কে।

জী হ্যাঁ, অতি সহজে অসংখ্য নেকী অর্জন করা সম্ভব। আজ আমরা এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রয়াস করব।

সুধী বন্ধুগণ ! আমরা জানি, এই পৃথিবীতে কষ্ট ও

সাধনা ছাড়া কোন কিছুই অর্জন করা অসম্ভব। যেমন আরবীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে, مَنْ جَدَّ وَجَدَ "যে ব্যক্তি কষ্ট ও পরিশ্রম করবে, সে ফল পাবে।" আর যে ব্যক্তি পরিশ্রম করবে না সে ফল পাবে না। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। আর সেই নিয়ম অনুযায়ী এমনটা ভাবাও স্বাভাবিক যে, দুনিয়াতে কষ্ট ও মুজাহাদা না করলে পরকালে কোন নেকী পাওয়া যাবে না। এ সম্পর্কে আমরা পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও লক্ষ্য করিঃ আল্লাহ সুব্হানাহু তায়ালা সূরা আনকাবূতের ৬৯ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ "আর যারা আমার রাস্তায় মুজাহাদা ও পরিশ্রম করবে, আমি তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আমার রাস্তাসমূহ দেখিয়ে দিব।"

আল্লাহ তায়ালা এখানে লা-ম তাকীদ এবং নূন তাকীদ সাকীলাহ, ডবল তাকীদ ও গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন। এটা আলিম-উলামারা ভাল বুঝবেন। আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ আমি তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই হিদায়ত অর্থাৎ সফলতা ও নেকী দান করব। এ আয়াত দ্বারাও বোঝা যায় যে,

আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের জন্য হিদায়ত ও নেকীর ওয়াদা করেছেন মুজাহাদার শর্তের উপর। মুজাহাদা বা কষ্ট না করলে নেকী পাওয়া যাবে না।

কিন্তু কুরআন ও হাদীসের বহু বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে অসংখ্য নেকী অর্জনের সুযোগ দান করেছেন। কখনও স্বল্প সময়ে অধিক নেকী অর্জনের সুযোগ দিয়েছেন। আবার কখনও ক্ষুদ্র আমলে বৃহৎ নেকী পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আবার কখনও বিনা কষ্ট ও বিনা মুজাহাদায়ও নেকী অর্জনের সুযোগ দান করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ সুব্হানাহু তায়ালা এসমস্ত সুযোগগুলি কেন দিয়েছেন ? এর উত্তর হল, কেননা পূর্বসূরি উম্মতদের তুলনায় এই উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার বয়স খুবই কম হবে। উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার বয়স গড়ে ষাট থেকে সত্তর বছরের মধ্যে হবে। সুনানে তিরমিযীর ৩৫৫০ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

“আমার أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ وَالسَّبْعِيْنَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذٰلِكَ উম্মতের বয়স সাধারণত ষাট থেকে সত্তর বছরের মধ্যে হবে। আর খুবই কম মানুষ সত্তর পার করবে।”

পক্ষান্তরে পূর্বসূরি উম্মতদের বয়স এক হাজার, দেড় হাজার, পাঁচশ, দুইশ, তিনশ করেও হত। তারা যখন নিজেদের নবীদের মুখে একথা শুনত যে, শেষ নবীর উম্মতদের বয়স সাধারণত ষাট থেকে সত্তর বছরের মধ্যে হবে, তখন তারা বলতঃ যদি সেই যুগে আমাদের জন্ম হত, তাহলে ঘর-বাড়ি না করে গাছতলায় কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু বড় আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হল, বর্তমান যুগে এই উম্মতে মুহাম্মাদিয়ারা এমন উচ্চ উচ্চ বিল্ডিং নির্মাণ করছে, দেখে মনে হয় যেন এরা কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। জীবনে কোনদিন মরবে না।

ঘটনাঃ

মুহতারম উপস্থিতি ! আমরা এখানে একটি ঘটনা শুনি। ঘটনাটি নাফ্‌হাতুল আরব নামে সাহিত্যের কিতাবে লেখা আছে। যার শিরনাম হল, مَاتَ مَلَكُ الْمَوْتِ “মালাকুল

মউত মরে গেছে”। ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত আছে যে, খিলাফাতে বনূ আব্বাসিয়ার শাসনামলে একজন ব্যক্তি ৩০০ বছরের জন্য জমি লিজ নিয়েছিল। একথা শুনে আর এক ব্যক্তি বললঃ মনে হয়, মালাকুল মউত মরে গেছে। কেননা ৩০০ বছরের জন্য জমি লিজ দেওয়ার মানে কী ? সে কী ভেবেছে, জীবনে কোনদিন মরবে না। অথচ এই উম্মতের সাধারণত বয়স হবে ৬০ থেকে ৭০ বছর। সেই জন্য ওই লোকটি বললঃ মৃত্যুর ফেরেশতা আযরাইল আলাইহিস সালাম মনে হয় মরে গেছে।

যাইহোক, আমাদের লক্ষণীয় বিষয় হল যে, উম্মতে মুহাম্মাদিয়ারা অন্যান্য উম্মতদের তুলনায় বয়স কম পাবে। এখন প্রশ্ন হল, তাহলে তো আমাদের উম্মতের তুলনায় পূর্বসূরি উম্মতদের নেকী বেশি হয়ে যাবে ? কেননা তারা বয়স বেশি পাওয়ার কারণে নেকী অর্জন করার সুযোগ বেশি পেয়েছিল ?

মনে রাখবেন, এ প্রশ্ন আমাদের নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনেও করা হয়েছিল। তাফসীরে

ইবনে কাসীরে মুআত্তা মালিকের ৮৮৯ নম্বর হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত আছে, “নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পূর্বের উম্মতদের বয়স দেখান হল, কিংবা তাঁর সামনে আলোচনা করা হল যে, তাদের বয়স বেশি ছিল। ফলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তুলনায় নিজের উম্মতের বয়স অনেক কম মনে করলেন। ভাবলেন যে, নিজের উম্মত তাদের মত আমল করতে পারবে না। হাশরের ময়দানে এদের নেকীর পাল্লা হালকা হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তায়ালা জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দিয়ে সূরা কদর নাযিল করলেন।” বললেন যে, আমি তোমার উম্মতের জন্য এমন একটি রজনী দান করলাম, যেটা একহাজার মাসের চেয়েও উত্তম। অর্থাৎ এই রজনীতে যদি কেউ ইবাদত করে, তাহলে একহাজার মাস নফল ইবাদতের সমতুল্য নেকী পাবে। আর একহাজার মাস হল, প্রায় ৮৪ বছর।

সুধী বন্ধুগণ ! এবার বলুনঃ উম্মতে মুহাম্মাদিয়ারা একবছরে একরাতে যদি ৮৪ বছরের ইবাদতের নেকী

অর্জন করতে সক্ষম হয়, তাহলে কমপক্ষে ৬০ বছরে একজন উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য ৬০টি কদরের রজনী পাওয়া সম্ভবনা আছে। এবার আপনারা ক্যালকুলেটারে হিসাব করে দেখুন, ৬০ কে ৮৪ দিয়ে গুন করলে ৫০৪০ বছর হয়। এবার বলুনঃ পূর্বসূরী উম্মতরা কেউ ৫০০০ বছর বয়স পেয়েছিল কি ? আমরা জানি তারা এত বয়স পায়নি।

এ দ্বারা বোঝা গেল, উম্মতে মুহাম্মাদিয়াদের বয়স কম হলেও এরা অন্যদের চেয়ে নেকীতে অনেক এগিয়ে থাকবে।

কেননা মহান রব্বুল আলামীন এদেরকে অতি অল্প সময়ে, অল্প পরিশ্রমে অসংখ্য নেকী অর্জনের অনেক সুযোগ দিয়েছেন। সমস্ত সুযোগ ও উপায়গুলি এই অল্প সময়ের মধ্যে এখানে বর্ণনা করা অসম্ভব। তবে আমরা এখানে একটি বিশেষ উপায় মনযোগ দিয়ে শুনি রাখি। সেটা হল, চলতে ফিরতে বেশি বেশি সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার

পড়বেন।

কেননা এর মাধ্যমে হাজার হাজার নেকী মুহূর্তের মধ্যে অর্জন করা সম্ভব। সহীহ মুসলিমের ২৬৯৮ নম্বর হাদীসে সা'দ বিন আবী অক্কাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ তোমাদের মধ্যে কেউ প্রতিদিন একহাজার নেকী অর্জন করতে পারবে কি ? মজলিসে উপস্থিত একজন সাহাবী বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের মধ্যে কেউ প্রতিদিন কি করে একহাজার নেকী অর্জন করতে পারে ? নবীজি বললেনঃ যদি কেউ ১০০ বার সুব্হানাল্লাহ বলে, তাহলে একহাজার নেকী লেখা হবে এবং একহাজার গোনাহ মাফ করা হবে।" সুব্হানাল্লাহ !

সহীহ মুসলিমের ২২৩ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ "একবার আল্হামদুলিল্লাহ বললে, হাশরের মাঠে মীযানের পাল্লা নেকীতে ভরে যাবে।" নবীজি আরও

বললেনঃ وَسُبْحَانَ اللهِ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ "আর একবার সুব্‌হানাল্লাহ এবং আল্‌হামদুলিল্লাহ বললে, যমীন ও আসমান নেকীতে ভরে যায়।" বলুনঃ সুব্‌হানাল্লাহ, আল্‌হামদুলিল্লাহ।

এ সম্পর্কে আরেকটি হাদীস লক্ষ্য করুনঃ সুনানে ইবনে মাজার ৩৮১০ নম্বর হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো বোন এবং হযরত আলীর আপন বোন 'উম্মে হানী' (রযি) বলেছেনঃ আমি নবীজির কাছে এসে বললামঃ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! دُلَّنِي عَلٰى عَمَلٍ فَاِنِّيْ قَدْ كَبُرْتُ وَضَعُفْتُ وَبَدَّنْتُ "হে আল্লাহর রসূল ! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, দুর্বল হয়ে গেছি এবং আমার শরীর ভারি হয়ে গেছে। আপনি আমাকে একটি সহজ আমল বলেদিন, যাতে অধিক নেকী অর্জন করতে পারি। নবীজি বললেনঃ كَبِّرِيْ اللهَ مِأَةَ مَرَّةٍ তুমি ১০০ বার আল্লাহু আকবার পড়। ১০০ বার আল্‌হামদুলিল্লাহ পড়। আর ১০০ বার সুবহানাল্লাহ পড়। তাহলে একশত যুদ্ধের ঘোড়া লাগাম ও জিনপোশ সহ

আল্লাহর রাস্তায় দান করার চেয়ে উত্তম হবে। অনুরূপভাবে একশত উটের চেয়ে উত্তম হবে এবং একশত গোলাম আযাদ করার চেয়েও উত্তম হবে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! এরকম বহু মৌখিক দুআ-দরূদ আছে, যার মাধ্যমে অতি সহজে অগণিত নেকী অর্জন করা যায়। তবে এবারে আমরা এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, যাতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন কসরত ও কষ্ট লাগবে না এবং মুখের জবানও হেলাতে লাগবে না। বরং শুধুমাত্র মনে মনে নিয়্যেত করলেই নেকী অর্জন হবে।

যেমন একটি হাদীস লক্ষ্য করুনঃ সহীহ মুসলিমের ১৩০ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, ভাল করে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ "যে ব্যক্তি একটি নেক কাজের নিয়্যেত করল, কিন্তু সে সেকাজটি করল না, তবুও তার জন্য ওই নিয়্যেতের কারণে একটি নেকী তার আমলনামায়

লিখে দেওয়া হবে। وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا اِلٰى سَبْعِ مِأَةِ ضَعْفٍ আর যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের ইরাদা করল এবং সে সেকাজটি করল, তাহলে তার আমলনামায় কমপক্ষে ১০ গুণ থেকে আরম্ভ করে ৭০০ গুণ পর্যন্ত নেকী লিখে দেওয়া হবে। وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন গোনাহের নিয়্যেত করল, কিন্তু সে তার উপরে আমল করল না, তাহলে কোন গোনাহ লেখা হয় না। وَاِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ আর যদি সে ওই গোনাহটি করে ফেলে, তাহলে তার আমলনামায় শুধুমাত্র ওই গোনাহটি লেখা হয়। সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহ কতই না বড় দয়ালু।

এখানে আরেকটি বর্ণনা লক্ষ্য করিঃ আল্লামা বূসীরী (রহ) ‘ইত্তেহাফুল খিয়ারাহ’ নামক কিতাবে লিখেছেন, وَاِنْ تَرَكَهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّمَا تَرَكَهَا مَنْ مَخَافَتِي “যদি ওই ব্যক্তি সেই গোনাহটি আল্লাহর ভয়ে ত্যাগ করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ আমার বান্দা আমার ভয়ে গোনাহ

ত্যাগ করেছে। হে আমার ফেরেশতারা ! ওই বান্দার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও। সুবহানাল্লাহ ! তবে যদি মানুষের ভয়ে গোনাহ ত্যাগ করে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ, গোনাহ করার নিয়্যেত করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু লোক জনের ভয়ে সুযোগ পায়নি বলে গোনাহটি করতে পারিনি, তাহলে তার জন্য না কোন নেকী পাবে, আর না কোন গোনাহ হবে। তার আমলনামায় কিছুই লেখা হবে না।

মুহতারাম ভাই সকল ! কী অপূর্ব সুযোগ। আমরা যদি শুধুমাত্র মনের মধ্যে নেক কাজের নিয়্যেত করি, আর যদি তারপরে সেটা নাও করি, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তবুও নেকী দান করবেন। সেইজন্য আল্লাহ ওয়ালা উলামায়ে কিরামগণ বার বার বলে থাকেনঃ ভাই ! আমরা বেশি বেশি নেক কাজের নিয়্যেত করি। আর নেক কাজের বেশি বেশি নিয়্যেত করার পন্থা হল, যেমন উদাহরণ স্বরূপ আপনি নামায পড়তে মসজিদে যাচ্ছেন। তাহলে আপনি বাড়ি থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে নিয়্যেত করবেন,

রাস্তায় কোন মুসলিম ভায়ের সাথে দেখা হলে তাকে সালাম করব। রাস্তায় কোন কষ্টদায়ক বস্তু পড়ে থাকলে সেটা সরিয়ে দেব। পথে কোন ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হলে তাকে সাহায্য করব। কোন অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাব। কোন পরনারীর দিকে তাকাব না। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করব ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে, আপনি যখন খানা খেতে বসবেন, তখন নিয়্যেত করবেন, এই খানা খেয়ে শক্তি অর্জন হলে বেশি বেশি ইবাদত করব। কিংবা কাউকে সাহায্য করব। বিবি-বাচ্চাদের জন্য জীবিকা উপার্জন করব ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত নেক কাজের নিয়্যেত করার পর যদি এগুলি আমরা নাও করে থাকি তবুও শুধুমাত্র নিয়্যেত করার কারণে সব আমলের নেকী পেয়ে যাব। সুবহানাল্লাহ ! এভাবে সারাদিনে আমরা বিনা কষ্টে অসংখ্য নেকী শুধুমাত্র অন্তরে নিয়্যেত করার কারণে অর্জন করতে সক্ষম হব, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বেশি বেশি নেকী অর্জন করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল